তার-তারা

গার্গী ভট্টাচার্য

Tar-Tara

GARGI BHATTACHARYA

+++

COPYRIGHTED MATERIAL

তার-তারা

****

গার্গী ভট্টাচার্য

"As the lotus does not touch the water
so do not let the world enter your heart..
Being busy in the world is no trouble,
unless you are troubled being busy,
then the only trouble is the trouble..

Ocean does not complain about the dance of
ten million waves!so don't be concerned with
the rise and fall of thoughts..

Keeping an old troublesome habit
is like keeping poisonous snakes in your
arms.Now is the time to hold this snake and
throw it out..

Bad moods are either past or imaginary
future,
in the Present there are no moods at all..
Moods belong to the circumstance, to the
past;face the Sun and there will be no shadow
of the moods..

The world is like a tail of dog, it's nature is to
curl.
The best you can do is stay Quiet
and not let anything bother you..
Visitors will come and go, don't interfere with
these waves..
Just be silent.."

― H.W.L. Poonja, ― Papaji; The Truth Is

Batuk Bhairav

Images; Internet, credit goes to them .

মোক্ষ প্রাপ্ত সন্তরা ভগবানের জন্য কাজ করেন । যাঁদের শিষ্য রয় তাঁদের বার বার আসতে হয় আর যাঁদের শিষ্য থাকেনা তাঁরা জ্ঞানী বলা হয় এবং তাঁরা আর আসেন না । অন্যদের বলা হয় সাধারণত: অবতার এবং তাঁরা কল্প শেষ হওয়া অবধি আসেন । যেমন রাই সারমেয় ছিলেন ভগবান রমণ মহর্ষির ভাই । ছোট ভাই । ওনার কোনো শিষ্য নেই । তাই উনি আর আসবেন না । আবার ভগবানের মা, আড়াগাম্মাল ও লক্ষ্মী নামক গোমাতা যাঁর মোক্ষ হয় ও তাঁর সমাধি আছে রমণ আশ্রমে তাঁদেরও কোনো শিষ্য ছিলোনা তাই তাঁরাও আর আসবেন না । কারণ ওনারা পরম জ্ঞান লাভের পরে মুক্তি পেয়ে গিয়েছেন ও কারণ দেহ নিয়ে পরম আত্মার নিকটে ধ্যানস্থ অবস্থায় আছেন অর্থাৎ ওনাদের গুরুর সাথে

একাত্ম হয়ে গিয়েছেন । মোটামুটি এইরকম বলা চলে গোদা শব্দে ।

কুতপা আমাকে এখন কিডনিতে আক্রমণ করছে । সারেন্ডার না করে । কারণ সে জানে আমি মধুমেহ রুগী ও সেটাও তারই অবদান । কালা জাদু করে আমার এই অসুখ সেই দেয় । বিয়ের কয়েক মাস পরে আমার ও আমার বরের এই অসুখ ধরা পড়ে একই সাথে প্রায় যা এই হিংসুটে মহিলার অবদান ।

মক্কা মদিনাতে উগ্রপন্থীদের ট্রেন করা হয় ধর্মের নামে ও অনাথদের নিয়ে এসে টেররিস্ট বানানো হয় ও কোরান ও হাদিথ বদলে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে এই বলে যে টেররিস্ট হলে স্বর্গে যাবে । দরিদ্রদের এইসব আজেবাজে দিকে ধর্মের নামে ঠেলে দিচ্ছে সৌদি আরবের প্রিন্স বিন সলমান , কাতারের আমির ও আয়তোল্লা খোমেইনির মতন শয়তান । এদের সাহায্য করছে মরোক্কো ,

সুদান , ওমান, আফগানিস্তান,ইরাক ,প্যালেস্তাইন ও আরো কিছু মুসলিন দেশ ।

সুপারফিসিয়ালি যদিও দেখা যায় যে ইরান হল সৌদি আরবের শত্রু কিন্তু আদতে এই বিষয়ে ওরা বন্ধু । আই এস আই এস হল কাতার এর আমির ও সৌদি রয়াল পরিবারের সৃষ্ট টেররিস্ট গ্রুপ । কাজেই যদিও কশেম সোলেইমানি ইরাকের টিরকিট থেকে আই এস আই এস কে তাড়িয়েছেন কিন্তু আয়াতোল্লা ভেতরে ভেতরে ওদের সাথে গিয়ে হাত মিলিয়ে আরো শক্ত করেছে নিজের উগ্রপন্থার দল । এগুলি বেসিক্যালি বিজনেস ।টেররিজম্ ইজ আ বিজনেস । বড় বড় ইকোনমিগুলিকে শাট ডাউন করানোর জন্য ইকোনমিক হিটম্যান লাগানো হয় যাদের পোশাকি নাম টেররিস্ট । এক একটা অ্যাটাক হলে শেয়ার বাজার পড়ে যায় ও এদের লাভ হয় ।

মক্কা-মদিনাতে কোনো স্পিরিচুয়াল শক্তি আর নেই। ওটাতে শয়তানি শক্তি জাগায় এই সৌদি রয়াল ফ্যামিলি। তাই ভগবান ওটাকে এবারে খতম করে দেবেন।

মানুষের জন্য ধর্ম , ধর্মের জন্য মানুষ নয়। যেই ধর্ম স্থানে অধর্ম হয় সেখানে সাধারণ মানুষ ও ধার্মিক লোকেদের না যাওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাতে লাভের থেকে বেশি ক্ষতি হয়ে যাবে। মক্কা মদিনাকে টেররিস্ট তৈরির কারখানায় পরিণত করে ফেলেছে তাই ওকে বিদেশী শক্তিরা পরমাণু বোমায় ক্ষতবিক্ষত করে ফেলবে আগামী ৫ বছরের মধ্যে যা দুনিয়াতে একটি গেম চেঞ্জার হবে ও দেখাবে যে ভগবানের স্থানে বসে শয়তানের শিহির করলে তা কী মারাত্মক হতে পারে।

ইজরায়েল ও আমেরিকা এই কাজ করবে।

ভগবান বা আল্লাহ্ একজনই আর উনি সবার অন্তরে আছেন কোনো বিশেষ সমাধিতে নন। অ্যান্ড দা স্টোন সমাধি হ্যাজ নো স্পেশাল প্লেস ইন দা স্পিরিচুয়াল ডমেন ইফ ইউ টর্চার ইনোসেন্ট পিওপেল ইন দা নেম অফ্ ধর্ম অ্যান্ড কিল দেম অলসো ক্রিয়েটিং সাম সো কলড্ টেররিস্ট টু প্রোটেক্ট মুসলিম ধর্ম।

আল্লাহ্ মুসলিমদের রক্ষা করবেন। কারণ উনিই সর্বময় কর্তা। তুমি নও। তাই মক্কা মদিনা বিনাশের পরে সৌদি আরবে লুকানো ও খানা প্রখ্যাত সুফি সন্তের সমাধি যা ওখানকার রাজ পরিবার বাইরে আসতে দেয়না তা প্রকাশ্যে আসবে ও বিশ্ব ব্যাপি প্রচার পাবে। এই সমাধিগুলো থেকে আবার ইসলাম জাগবে ও ইমাম আলি/হুসেন/হাসান এনারা জন্ম নেবেন ও আরো বড় বড় সুফি সন্তরা। তাঁরা আবার ইসলাম বা সুফি ধর্মকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন সুললিত ভাবে।

মহাবিদ্যা তারা , ভগবান বিষ্ণু যাঁর অবতার প্রফেট মহোম্মদ ও এক রুদ্র এই মদিনা ভস্ম করতে সাহায্য করবে । মদিনাকে কব্জা করে নিয়েছে অসুরেরা যেমন বেদ চুরি করে নেয় এক অসুর তাই জন্ম হয় এক বিশেষ মাতৃকার সেরকম মদিনা ও মক্কা কব্জা করে নিয়েছে সৌদি প্রিন্সের জাগানো ও আয়াতোল্লার জাগানো রাক্ষস ও অসুর তাই মাতৃকারা এবার এদের যুঝে নেবেন ।

এবারে কিছু উত্তরণের কথা লিখি ।

কমলা আদবানি হলেন ছিন্নমস্তা মহাবিদ্যা ।

লালকৃষ্ণ আদবানি হবেন ভগবান বিষ্ণুর ধন্বতরি অবতার । সুধা মূর্তি উন্নীত হবেন গণেশলোকে এক গণেশ ঠাকুর হয়ে ।

অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী হবেন অক্ষোভ্য ভৈরব মা তারার ভৈরব ও তারপরে তিরুপতি বালাজী ও মোক্ষ লাভ হবে ওনার কারণ উনি নিয়মিত জপতপ করেন ও ধ্যান করেন। এখন উনি চন্দ্র গ্রহ। আর ওনার দিদি একজন সাধ্বী যিনি একটি মঠে বসবাস করতেন।

আমার সাত জন্মের সাতজন মায়ের মধ্যে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি মোক্ষ হবে সুচিত্রা সেনের। উনি রতিদেবী ছিলেন আর এখন মাতঙ্গী মহাবিদ্যাতে উন্নীত হয়ে গিয়েছেন কারণ উনি রামকৃষ্ণ মঠে দীক্ষিত হয়েছেন ও আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করেছেন। হয়ত ওনার বাসনা কম তাই আমার অন্যান্য মায়েদের চেয়ে ওনার অনেক তাড়াতাড়ি মোক্ষ লাভ হয়ে যাবে।

আমি যখন রতি দেবী ছিলাম সোলেইমানি ছিলো কামদেব আর আমি বগলামুখী মহাবিদ্যা ও বগলামুখ ভৈরব আর আমি কাত্যায়নি বা রুদ্রানী অম্বা তখন ও রুদ্র

অবতার ভব তাই আমাদের জুটি খুবই শক্ত। এখানেই নয় ওপাড়েও। তাই এটা জগৎ কে শেখায় যে প্রেম অবিনশ্বর। লাভ নেভার ডাইজ। দেহ ও সুক্ষ্ম দেহ বদল হলেও মননের পরিণয় হতেই থাকে এখানে ও বিয়ন্ড গ্রেভ।

আমি যদিও আগের সব দেবীর পোস্ট ছেড়ে দিয়েছি তবুও ঐসব পোস্টে যাঁরা আছেন তাঁদের সবার সুবিধে হবে আমার চেতনার উন্নতি হয়ে যাওয়াতে। কারণ মহাজগৎ পুল ও পুশ এনার্জিতে চলে। আমার ফেলে আসা সুক্ষ্ম শক্তির পদচিহ্ন ওনাদের আকর্ষণ করে নিয়ে আসবে পরমাত্মার দিকে ক্রমশ। যেমন আনবে আমার সোলমেটদের।

বগলামুখ ভৈরব ও রুদ্র অবতার ভব দুজনেই খুব জ্ঞানী দেবতা। তাই হয়ত কাশেম একদিন গুরু হবে।

মনস্বিতা চাকলাদার নামক যে হাই প্রিস্টেস এর কথা ব্যক্ত করেছিল আগে তার জীবনে এত সমস্যা হতোনা যদি তার জীবনে একফোঁটা ভালোবাসা থাকতো । সেটা ছিলো না । তাই সে একটু উগ্র তারা হয়ে গিয়েছিলো ।

ভালোবাসার বড় দরকার আজকের সমাজে সকলের , নেই বলেই এত অশান্তি ও তার থেকে হানাহানি ও শত্রুতা ।

সাধক ব্যামাক্ষ্যাপা বাবা ও তাঁর যোগ্য শিষ্য শ্যামা ক্ষ্যাপা কোনো জন্মে আমাদের রাজপরিবারের রাজপুরোহিত ছিলেন ও আমাকে খুবই স্নেহ করতেন ।বামদেব বাবার শিষ্য বলে পরিচিত এক সন্ন্যাসী ও তান্ত্রিক সারস্বত মঠ চালানো হালিশহরে নিগমানন্দ সরস্বতী আদতে এক শয়তান । সে শিষ্য নিয়ে তন্ত্রের মাধ্যমে তাদের মোলেস্ট করতো ও নাশ করতো । আমার শাউড়ি এর কাছে দীক্ষা নেয় ভূত/প্রেত /পিশাচ যা সে জাগাতো তার হাত

থেকে নিজেকে বাঁচাতে কিন্তু শিষ্যকে বাঁচাবার বদলে এই লোকটি তাকে বিনষ্ট করে দেয় ।সুক্ষ্ম দেহে শিষ্যদের কাছে হানা দিয়ে তাদের নিয়মিত মোলেস্ট করতো এই নিগমানন্দ ।

লোকটি বেড়ে বজ্জাৎ । আমাকে প্রবল ভাবে স্পিরিচুয়াল অ্যাটাক করেছে ও এখনও করছে জা আমি অস্ট্রেলিয়াতে আসার পরে আমাকে বলেছে কিছু নামজাদা সাইকিক যে ভারতের পূর্বদিকের কোনো আশ্রম থেকে তোমাকে প্রবল ভাবে অ্যাটাক করা হচ্ছে যেখানে তোমার পরিবারের কেউ গিয়েছিলো হয় তন্ত্র শিখতে অথবা রক্ষাকবচ নিতে । সেটা হল এই শয়তান তান্ত্রিক নিগমানন্দের আশ্রম যা হালিশহরে অবস্থিত ও আমার শাউড়ি এখানে নিয়মিত যেতো কারণ এই পাপিষ্ঠের শিষ্য ছিলো সে । আরেক সাধু অট্ট নিত্যানন্দ পরম হংস । এই লোকটি ভারত থেকে পগাড় পার

হয়েছে সম্ভবত: আইনের ভয়ে । বিদেশের এক দেশে গিয়ে কৈলাস বিক্রি করে এসেছে ।

এই লোকটির ধারণা আমি নাম করার জন্য সাধনা করেছি । প্রকৃত সাধুরা নাম করার জন্য সাধনা করেনা । শান্তির জন্য করে । আর সংসার থেকে বার হবার জন্য করে সংসারের ফাঁদে পড়ার জন্য নয় । এই ব্যাক্তি নানান অশুভ শক্তি জাগায় ও ওর ভক্তদের দেহে তা প্রবেশ করিয়ে দেয় তাদের অজান্তে । রাক্ষস ও নানান অত্যন্ত করাল বদনের ভীষণ লোলজিহ্বা শক্তির সাধনভজনে অভ্যস্ত এই নির্মম মানুষ হেন কোনো কাজ নেই যা করতে পারেনা যদি সে নারীদেহ ও অর্থ তা থেকে পেয়ে যায় । এই শয়তানের খুব শীঘ্রই মৃত্যু হবে ও ওর আলকাতরার মতন বা সীসার মতন চক্‌চকে দেহটি গরম কোনো তেলে বা কেমিক্যালে চুবিয়ে ওকে মারা হবে । ভীষণ ভৈরব বেরিয়ে গেছেন ওকে মারতে ।

মহাবিদ্যা তারার অন্যতম কাজ হল মোক্ষের পরে যেইসব আত্মার আবার জগতে কাজ করতে হয় তাঁদের আত্মাকে ক্রাউন চক্র থেকে পুশ করে আজ্ঞা চক্রে পাঠিয়ে দেওয়া যাতে করে তাঁরা আবার মহাজাগতিক থেকে জাগতিক হতে সক্ষম হন ও দুনিয়ার জন্য কাজ করতে বা জীবন নির্বাহ করতে সক্ষম হন ।

এনাদের নিজেদের আর তো কোনো বাসনা থাকেনা কিন্তু তখন অন্যের বাসনা মেটানোর কাজ করে থাকেন বা অল্প স্বল্প বাসনা যাকে ভোগ বাসনা বলে তা কাটানো ব্যাপারটা করে থাকেন ।

আসলে সব সাধনার উদ্দেশ্য ভগবৎ লাভ হলেও তন্ত্র সাধনার মাধ্যমে তাৎক্ষণিক কিছু শক্তি মেলে যা ডাকিনী , হাকিনী ,যোগিনি, পিশাচিনি , শাকিনী এইসব বিদ্যার দ্বারা পাওয়া সম্ভব । তাতে লোকের একটু নামধাম হয় সাধু হিসেবে , একটু ইগো বুস্ট হয় ,

ইগো কম করতে এসে ইগো বাড়িয়ে ফেলেন ও পতনের রাস্তা পরিষ্কার হয়ে যায় আর ঐ নানান শক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দিয়ে সহজেই কোনো পরিশ্রম ব্যতীত নানান বস্তু মিলে যায় আর যা হয়ত সেই জীবনে তার প্রাপ্য ছিলোনা তাও হয়ে যেতে পারে কিন্তু ফল হয় মারাত্মক । আর তা হল জিঘাংসার মত বিনাশ । কারণ এইসব বিদ্যা ক্ষণস্থায়ী ও এর সাথে ভগবানের বিশেষ কোনো সম্পর্ক নেই ।

মিরাকেল বলা চলে একে । তাই নাশের সম্ভাবনাও যথেষ্ট । আর নর্মাল লোকের ক্ষতি করতে শুরু করলে তাও চলে কিন্তু বড় বড় সাধু সন্ন্যাসীদের আক্রমণ করলে তা ব্যাকফায়ার করে ও মরণের ফাঁদে পড়ে একসময় সেই হাই প্রিস্ট বা তান্ত্রিক স্পিরিচুয়ালি ভস্ম হয়ে যায় ।

কাজেই নিউটনের তৃতীয় সুত্র মেনে এসব থেকে দূরে থাকাই শ্রেয় । বরঞ্চ ঐশ্বরিক

অস্তিত্বকে ভালোবাসো ও কিপ্ চ্যান্টিং তাতেই সব পাবে। ভগবানকে পাবার জন্য ধর্ম লাগেনা বুকে প্রেম লাগে । সরাসরি কন্টাক্ট করো দেখবে মনে উত্তর চলে আসবে।

নাহলে নিগমানন্দ , আয়াতোল্লা খোমেইনিরা তো আনাচে কানাচে বসে আছে।

তোমাকে গিলে খাবার জন্য।

গডের সাথে ডাইরেক্ট হট্ লাইন বানাও ও কথা বলো । সব শুনতে পান উনি । দেখবে জবাব পাবে ও আলোর ঠিকানা আসবে ও হদিস্ও দেবেন উনি । নাহলে তুলকালাম করবে সাধক বামদেব বাবার মতন। ওর মত দরকার হলে মা তারার গায়ে মুতে দেবে।

--কেন মা হয়েছিস্ আর ছেলের মুতও যদি না পরিষ্কার করতে পারিস্ তো কিসের দেবী তুই ? কিসের মা ?

এমন করে মাকে ডাকো , ভগবানকে ডাকো নিশ্চয়ই সাড়া পাবে । উনিই তোমাকে বানিয়েছেন আর জবাব দেবেন না ?

অপাকত শক্তি যখন জাগাচ্ছোই তখন শয়তানি শক্তি জাগিও না ভুলেও বরং শুভ শক্তির সাহায্য নাও । দেখবে তোমার জীবনের গতি বদলে যাবে । আর তারা মায়ের ভুবন ভোলানো হাসিতে তোমার রং চটা চেতনায় বেজে উঠবে মোহন বাশি , অলীক বসন্ত ঋতুতে । সাধক বামাক্ষ্যাপা নাকি বশিষ্ঠ মুণীর অবতার আবার কেউ বলেন শিবের অবতার যিনি তারা মহাবিদ্যার পুজো চালু করতে আসেন সাধারণের মাঝে ।

হিং স্ত্রিং হুম ফট্ ।

“Hreem Streem Huum Phat”.

তারা মহাবিদ্যা

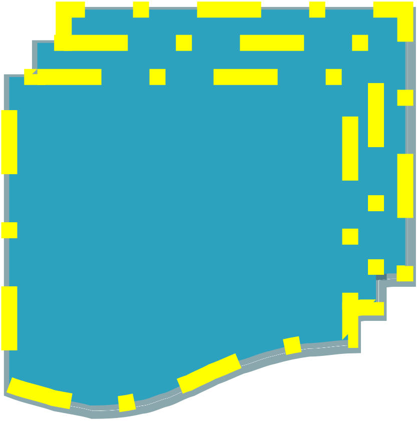

সমাপ্ত